BSAA Circular No. 121· /2022 Dt :28-09-2022 -

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

পরিচালক (ট্রাফিক) এর দপ্তর

বিষয়ঃ- চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারীদের সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	**রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান** এনপিপি, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি, বিএন চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
স্থান	ঃ	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর Conference রুম।
তারিখ	ঃ	০৫/০৯/২০২২ইং।
সময়	ঃ	সকাল ১১.০০ ঘটিকা।

১। চেয়ারম্যান, চবক মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি বলেন, করোনার কারণে দীর্ঘদিন সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে একত্রে সভা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক থাকায় এবং গত ২৮/০৭/২০২২ইং তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অদ্যকার এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বিগত সময়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বন্দরের মিশন ও ভিশন হলো To provide better service to stake-holders মর্মে উল্লেখ করে তিনি বলেন, করোনাকালীন সময়ে বিশ্বের অন্যান্য বন্দর যেখানে স্থবির হয়ে পড়েছিল সেখানে চট্টগ্রাম বন্দর ছিল ব্যতিক্রম। চট্টগ্রাম বন্দর ছিল Congestion মুক্ত এবং এরই ফলশ্রুতিতে এমএলওগণ আমাদের আশ-পাশের প্রতিবেশী দেশগুলোর উপর সারচার্জ আরোপ করলেও চট্টগ্রাম বন্দরের উপর কোন সারচার্জ আরোপিত হয়নি। ফলে আমাদের রপ্তানী বিশ্ববাজারে Competitive Advantage প্রাপ্ত হয়েছে এবং আমাদের রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানী প্রবৃদ্ধিই এর জ্বলন্ত উদাহরণ। এরই ফলশ্রুতিতে চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং প্রবৃদ্ধি ডাবল ডিজিটে উন্নীত হয় এবং চট্টগ্রাম বন্দর বিশ্বের Top 100 Position এর মধ্যে ৬৪তম এবং প্রবৃদ্ধির ভিত্তিতে ২২তম স্থানে উন্নীত হয়েছে। তিনি চট্টগ্রাম বন্দর তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে চট্টগ্রাম বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম ২৪X৭ চালু রাখার লক্ষ্যে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানান।

তিনি বিগত ১৩/০৬/২০২২ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানতে চেয়ে এবং Power Point Presentation এর মাধ্যমে সভার আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনার জন্য পরিচালক (ট্রাফিক), চবককে আহবান করেন।

২। পরিচালক (ট্রাফিক), চবক তাঁর Power Point Presentation এ গত ১৩/০৬/২০২২ইং তারিখে চেয়ারম্যান, চবক মহোদয়ের সভাপতিত্বে বন্দর ব্যবহারকারীদের সাথে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে সভাকে অবহিত করেন। তিনি Power Point Presentation এ শুল্ক কর্তৃপক্ষ, চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্টি, বিজিইএমইএ, বিকেইএমইএ, শিপিং এজেন্ট. ফ্রেইট ফরোওয়াডার, চট্টগ্রাম কাষ্টমস এজেন্টস এসোশিয়েসন, বিকডা সংশ্লিষ্ট ইস্যু উপস্থাপন করেন। তাছাড়া বন্দর অভ্যন্তরে জমে থাকা নিলাম ও ধংসযোগ্য Dangerous Cargo-র পরিসংখ্যান ও অবস্থা তুলে ধরে তা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান।

সভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১১ জনাব জাজরীন নাহার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এর যুগ্মসচিব জনাব মোঃ তোফায়েল ইসলাম, চট্টগ্রাম বন্দরের বোর্ড সদস্যবৃন্দসহ বিভাগীয় প্রধানগণ বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার, বিকডা, চট্টগ্রাম কাস্টমস্ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন, আন্তঃজিলা মালামাল পরিবহন সংস্থা ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতির প্রতিনিধিগণ সভায় নিজ নিজ মতামত/বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

BSAA 427
Received
Dated 28-09-22
Signature

৩। চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর প্রতিনিধি জনাব অঞ্জন শেখর চৌধুরী বলেন, IMDG Code অনুযায়ী বিপদজনক পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে শিপিং এজেন্ট এবং ফ্রেইট ফরওয়ার্ডারগণের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। তিনি সকলকে অবহিত করেন যে,বন্দরকে নিরাপদ রেখে বিপদজনক কার্গো হ্যান্ডলিং, পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করার জন্য চেম্বার থেকে সংশ্লিষ্ট আমদানীকারকদের প্রতি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও বন্দরের চাহিদানুযায়ী চেম্বার সব ধরণের সহযোগিতা প্রদান করবে।

৪। বিজিএমইএ এর প্রতিনিধি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিজিএমইএ এর রপ্তানী কন্টেইনার জাহাজী করণের সুবিধার্থে Cut-off-time শিথিল রাখার সুবিধা বলবৎ রাখায় চেয়ারম্যান, চবক মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, সরকার বিজিএমইএ-কে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে ৫০ (পঞ্চাশ) বিলিয়ন ডলার রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে পোশাক শিল্পের রপ্তানী অর্ডার হ্রাস পেয়েছে। পূর্বে প্রদত্ত অনেক অর্ডার বাতিল বা defer করা হচ্ছে। অপরদিকে বিশ্বব্যাপী জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জাহাজের ফ্রেইট বৃদ্ধিসহ অফডকসমূহ হ্যান্ডলিং চার্জ বৃদ্ধি করেছে। তবে হ্যান্ডলিং চার্জ বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়মতান্ত্রিক ও যৌক্তিক হলে তা সবার জন্য মঙ্গলজনক মর্মে তিনি মত ব্যক্ত করে। শুল্ক কর্তৃপক্ষের টেস্টিং ল্যাবের জনবল স্বল্পতার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি জানান যে, যথাসময়ে পণ্য পরীক্ষা না করতে পারার কারণে চট্টগ্রাম বন্দর হতে পণ্য ডেলিভারী বিলম্ব হয়। তাই তিনি কাস্টমস্ এর টেস্টিং ল্যাবের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আহবান জানান। তিনি পোশাক শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে সকলকে সহনীয় হওয়ার আহবান জানান এবং ব্যবসাবান্ধব আইন বিধি-বিধান প্রণয়ন করার অনুরোধ জানান।

৫। অতিরিক্ত কমিশনার অব কাস্টম, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম বলেন, কেমিক্যাল ও বিপদজনক পণ্যের নমুনা পরীক্ষার জন্য কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর টেস্টিং ল্যাবে পূর্ণাঙ্গ সক্ষমতা নেই । তবে যত দ্রুত সম্ভব নমুনা পরীক্ষা করার জন্য তাঁরা চেষ্টা করেন মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি পরিচালক (ট্রাফিক), চবক কর্তৃক Power Point Presentation এ উল্লেখিত কর্ণফুলী ইপিজেড, কোরিয়ান ইপিজেড এবং সিইপিজেড এর বন্ড সুবিধায় আনীত পণ্যবাহী কন্টেইনার গেইট আউট হওয়ার ক্ষেত্রে Exit Note না পড়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা, অকশান ডেলিভারী অর্ডার অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থা করা, এক্সপোর্ট এর ক্ষেত্রে বিল অব এক্সপোর্ট এবং ইজিএম অনলাইনে প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন। তাছাড়া তিনি কাস্টমস্ এর ASYCUDA World System এর সাথে চবক এর TOS এর Line Interfacing করার ক্ষেত্রে কোথায় Gap রয়েছে তা যাচাই করা হবে মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি কাস্টমস্ এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন পক্ষের যে ইস্যুগুলো রয়েছে তা কাস্টমস্ এর সাথে বসে পারস্পরিক আলোচনা করে সমাধা করা যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করেন।

৬। বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি বলেন, শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন এর পক্ষ হতে তাদের সকল সদস্যদের অফিস সপ্তাহে ০৭ (সাত) দিন খোলা রাখার নির্দেশনা প্রদান করে সার্কুলার জারী করা হয়েছে । শুক্র, শনি ও রবিবারসহ সরকারী ছুটির দিনে তাঁদের সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজন মাফিক জনবল নিয়োজিত রেখে ডেলিভারী অর্ডার (ডিও) ইস্যুর ব্যবস্থা রেখেছে। কিন্তু আমদানীকারকগণ ছুটির দিনসমূহে আশানুরূপভাবে ডেলিভারী অর্ডার নিতে আসে না। বিপদজনক পণ্যবাহী আমদানী কন্টেইনার অবতরণের পূর্বে IMDG Code অনুযায়ী কন্টেইনারে DG Sticker লেভেল লাগিয়ে ডিসচার্জের ব্যবস্থা করা হচ্ছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। বর্তমানে DG Sticker বিহীন বিপদজ্জনক পণ্যবাহী কন্টেইনারের পরিমাণ নগণ্য মর্মে উল্লেখ করেন।

৭। বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা) এর প্রতিনিধি বলেন, কাস্টমস্ এর টেস্টিং ল্যাবের সক্ষমতা সীমিত হওয়ায় নমুনা পরীক্ষা সম্পন্ন হতে দীর্ঘসময় লাগে। এতে মালামাল ডেলিভারী পেতে প্রচুর বিলম্ব হয়। তিনি মালামালের Proper Palletizing, Leveling বিষয়ে বলেন মূলতঃ আমদানীকারক এবং সরবরাহকারী এসব বিষয়ের জন্য দায়ী। এ বিষয়ে চেম্বার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

৮। চট্টগ্রাম কাষ্টম এজেন্টস এসোশিয়েশন এর প্রতিনিধি বলেন, যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা থাকা সত্বেও শুক্র, শনিবার এবং সরকারী ছুটির দিনে কিছু কিছু শিপিং এজেন্ট ব্যতীত অন্যান্যদের অফিস খোলা না থাকায় ডেলিভারী অর্ডার (ডিও) পাওয়া যায় না। শিপিং এজেন্ট এবং ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার হতে Delivery Order (DO) পেতে সময় ক্ষেপন ও অতিরিক্ত চার্জ আদায়ের বিষয়টি তাঁরা সভাকে অবহিত করেন। বিপদজনক কার্গো পরীক্ষার ক্ষেত্রে শুল্ক কর্তৃপক্ষের কেমিষ্ট স্বল্পতা থাকায় পণ্য ডেলিভারী নিতে দেরী হচ্ছে মর্মে এ তিনি মত প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া এলসিএল কার্গো ডেলিভারীর ক্ষেত্রে বার্থ/টার্মিনাল অপারেটর কর্তৃক অতিরিক্ত চার্জ আদায় করা হচ্ছে মর্মে সিএন্ডএফ এর পক্ষ হতে অভিযোগ করা হয়।

৯। বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এসোসিয়েশন (বিকডা) এর প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, অফডক সমূহের সক্ষমতা প্রয়োজন অনুযায়ী বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বিজিএমইএ কর্তৃক চার্জ বৃদ্ধির আপত্তির বিষয়ে তিনি বলেন জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করে কেবলমাত্র জ্বালানী তেল সংশ্লিষ্ট আইটেমসমূহের জন্য অফডকের হ্যান্ডলিং চার্জ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১০। আন্তঃজিলা মালামাল পরিবহন সংস্থা ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতির প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, অফডকসমূহে পণ্য লোডিং/আনলোডিং এর জন্য ট্রাক/কাভার্ডভ্যানকে দীর্ঘ সময় রাস্তার উপর অপেক্ষা করতে হয়। এতে যানজট সৃষ্টি হওয়ার কারণে ট্রাফিক পুলিশের জরিমানা গুণতে হয় পাশাপাশি গাড়ী একস্থানে আটকে থাকার কারণে তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ সমস্যা নিরসনের জন্য তিনি অফডকসমূহকে Parking Space বৃদ্ধির অনুরোধ জানান।

১১। পরিচালক (নিরাপত্তা), চবক সভাকে বলেন যে, চট্টগ্রাম বন্দরের অটোমেশন সিস্টেম TOS এর সাথে কাস্টমস্ এর ASYCUDA World System এর Interfacing করা হলে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষ উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তথ্য নিজেদের মধ্যে দ্রুত আদান প্রদান করতে পারবে। এতে কার্যক্রম সম্পাদনে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

১২। সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা), চবক বলেন, বিপদজনক কার্গোর নমুনা পরীক্ষায় দীর্ঘ সময় ক্ষেপন হয়। এতে যথাসময়ে মালামাল ডেলিভারী নিতে না পারায় আমদানীকারকগণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে মর্মে ব্যবসায়ী মহল থেকে প্রায় সময় অভিযোগ পাওয়া যায়। মূলতঃ কাস্টমস্ এর টেস্টিং ল্যাবে জনবল স্বল্পতার কারণে এ ধরণের সমস্যা উদ্ভব হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। নমুনা পরীক্ষার দীর্ঘসূত্রিতা নিরসনে শুধুমাত্র কাস্টমস্ এর টেস্টিং ল্যাবের উপর নির্ভরশীল না হয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক চট্টগ্রামস্থ প্রসিদ্ধ ২-৩টি সরকারী ল্যাব (যেমন- বিসিএসআইআর, বিএসটিআই, পরিবেশ অধিদপ্তর প্রভৃতি) এর সাথে Accreditation এর মাধ্যমে উক্ত ল্যাবসমূহ হতে প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে ডেলিভারীর অনুমতি দেয়ার বিষয়টি বিবেচনার জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

১৩। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১১ জনাব জাজরীন নাহার Zoom Platform এ তাঁকে সংযুক্ত করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সভায় আলোচনার মাধ্যমে যে সকল সমস্যাসমূহ চিহ্নিত হয়েছে তা সমাধানে যে যার জায়গা থেকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে ফলপ্রসূ কার্যকারিতা পাওয়া যাবে। চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের কোন সংশ্লিষ্টতা প্রয়োজন হলে তা লিখিতভাবে অবহিত করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

১৪। পরিশেষে চেয়ারম্যান, চবক মহোদয় বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর হতে আমদানীকৃত কেমিক্যাল ও বিপদজনক কার্গো/কন্টেইনার দ্রুত নমুনা পরীক্ষা করে ডেলিভারী প্রদানের লক্ষ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষকে তাদের টেস্টিং ল্যাবের জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে স্বল্প সময়ে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা যেতে পারে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। আমদানীকৃত কার্গো Standard Palletize ও Leveling করার বিষয়ে তিনি বলেন, আমদানীকৃত কন্টেইনারে ত্রুটিপূর্ণ Palletizing করা অথবা Palletizing বিহীন মালামাল আমদানী করলে সংশ্লিষ্ট এজেন্সীকে ১০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হবে। এরূপ ঘটনা পুনরাবৃত্তি করলে প্রয়োজনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে তাদের লাইসেন্স স্থগিতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে তিনি সতর্ক করেন। তিনি Proper

Palletizing করার বিষয়টি Letter of Credit (LC) এ Requirement হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ করেন। তিনি বন্দরে মালামাল দ্রুত খালাস করার সুবিধার্থে শিপিং এজেন্ট এবং ফ্রেইট ফরওয়ার্ডারদেরকে জাহাজ আগমনের ২৪ ঘন্টা পূর্বে সকল ডকুমেন্ট Submission এর বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বন্দরের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে বিপদজনক কার্গো সঠিকভাবে Marking, Leveling করে আমদানীর আহবান জানান এবং বিপদজনক কার্গো আমদানীর ক্ষেত্রে এলসি-তে পণ্যের বিশদ বিবরণ উল্লেখ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রতি অনুরোধ করেন। তিনি বন্দর অভ্যন্তরে পড়ে থাকা অনিষ্পন্ন বিপদজনক কার্গো দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ, সঠিক সময়ে নিলামকরণ, পুরাতন অকশান গোলা থেকে স্থিত মালামাল যেখানে যে অবস্থায় আছে তা সেভাবে নিষ্পত্তি করে অকশান গোলাটি বন্দরের নিকট হস্তান্তর করার জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। তিনি বন্দরের কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালনা করে দেশের অর্থনীতিকে সুসংহত করতে সবাইকে যার যার ক্ষেত্রে যে যে দায়িত্ব তা সঠিকভাবে পালন করার অনুরোধ জানান।

১৫। পরিশেষে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা
১৫.১।	গত ২৮/০৭/২০২২ইং তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষ পুরাতন অকশনগোলা চবককে হস্তান্তর করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর অভ্যন্তরস্থ পুরাতন অকশান গোলায় স্থিত পণ্য যে পরিমাণে এবং যে অবস্থায় রয়েছে তা নিলামযোগ্য হলে দ্রুত নিলামকরণ এবং ধ্বংসযোগ্য হলে তা ধ্বংসের জন্য যত দ্রুত সম্ভব শুল্ক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	শুল্ক কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
১৫.২।	কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ দ্রুত নিলাম ও ধ্বংসের কার্যক্রম পরিচালনা করে বন্দর অভ্যন্তরে রক্ষিত অতি জরাজীর্ণ ৫৬ কন্টেইনার বিপদজনক পণ্য দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	শুল্ক কর্তৃপক্ষ।
১৫.৩।	LCL Cargo-র ক্ষেত্রে Standard Palletization এর নির্দেশনা না মানলে সংশ্লিষ্ট এজেন্সীকে ১ম বার ১০,০০০ টাকা জরিমানা করা হবে। পরবর্তীতে একই ধরণের ঘটনা পুনরাবৃত্তি হলে NBR এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থা নেয়া হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
১৫.৪।	শিপিং এজেন্ট/ফ্রেইট ফরওয়ার্ডারগণ কর্তৃক Dangerous Cargo-বাহী আমদানী কন্টেইনার IGM এ যথাযথভাবে ঘোষণা করতে হবে এবং IMDG Code অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পণ্যের জন্য প্রযোজ্য DG Sticker কন্টেইনারের গায়ে সাঁটিয়ে আনতে হবে।	শিপিং এজেন্ট/ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার।
১৫.৫।	সকল ধরণের নিলামযোগ্য বিপদজনক পণ্য ও পঁচনশীল পণ্য আমদানীর পর নির্ধারিত সময়ে খালাস না হলে তা শুল্ক বিভাগ প্রথম বিডেই নিলামের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, প্রয়োজনে Spot নিলামের ব্যবস্থা করবে। তাছাড়া, যে সমস্ত পঁচনশীল পণ্য দীর্ঘদিন যাবত চট্টগ্রাম বন্দরে অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সে সমস্ত পঁচনশীল পণ্য দ্রুত সময়ের মধ্যে শুল্ক বিভাগ নিলাম/ধ্বংসের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	শুল্ক কর্তৃপক্ষ।

১৫.৬।	ক) ডকুমেন্টের জাল-জালিয়াতি রোধকল্পে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্ণফুলী ইপিজেড, কোরিয়ান ইপিজেড এবং সিইপিজেড এর বন্ড সুবিধায় আনীত পণ্যবাহী কন্টেইনার গেইট আউট হওয়ার ক্ষেত্রে Exit Note প্রদানের ব্যবস্থা করবে। খ) শুল্ক কর্তৃপক্ষ ASYCUDA World System এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব সিস্টেমে সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করবে। গ) শুল্ক কর্তৃপক্ষ অকশান ডেলিভারী অর্ডার অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থা করবে। ঘ) শুল্ক কর্তৃপক্ষ এক্সপোর্ট এর ক্ষেত্রে বিল অব এক্সপোর্ট এবং ইজিএম অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থা করবে।	শুল্ক কর্তৃপক্ষ ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
১৫.৭।	IGM এ Declare করা কিন্তু Sticker-বিহীন Dangerous Cargo-বাহী আমদানী কন্টেইনার অবতরণের পূর্বে IMDG Code অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পণ্যের জন্য প্রযোজ্য DG Sticker কন্টেইনারের গায়ে সাঁটিয়ে ডিসচার্জের ব্যবস্থা করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট এমএলও/শিপিং এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট বার্থ অপারেটর/টার্মিনাল অপারেটর।
১৫.৮।	রপ্তানীমুখী বিপদজনক পণ্যবাহী কন্টেইনার Dangerous Cargo Act, 1953 এবং IMDG Code অনুযায়ী Standard Packing, Palletize করতে হবে।	চেম্বার অব কমার্স/ শুল্ক বিভাগ/সংশ্লিষ্ট ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার/অফডক।
১৫.৯।	মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে আনীত পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানীকারকের বিরুদ্ধে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মিথ্যা ঘোষণা প্রমানিত হলে উক্ত আমদানীকারক যাতে ভবিষ্যতে আমদানী-রপ্তানী করতে না পারে সে বিষয়ে শুল্ক বিভাগ আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-কে অবহিত করবে।	শুল্ক কর্তৃপক্ষ।
১৫.১০।	দ্রুত পণ্য খালাসের লক্ষ্যে কাস্টমস্ হাউস, চট্টগ্রাম তাদের কেমিক্যাল টেস্টিং ল্যাবের আধুনিকায়নসহ জনবল বৃদ্ধি করবে। প্রয়োজনে Out Sourcing প্রক্রিয়ায় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি বিকল্প ল্যাবে (বিসিএসআইআর, বিএসটিআই, পরিবেশ অধিদপ্তর প্রভৃতি) নমুনা পরীক্ষার অনুমতি ব্যবস্থা নিতে পারে।	শুল্ক কর্তৃপক্ষ।
১৫.১১।	ডকুমেন্টের জাল-জালিয়াতি প্রতিরোধে এবং গেইটে যানজট নিরসনে কাস্টমস্ এর স্ক্যানিং কর্মকর্তা কন্টেইনার Scanning হওয়ার পর Hard Copy-র পরিবর্তে Scanning Report On Line এ গেইট কাস্টমকে প্রেরণ করবে এবং যে গেইটে Scanning হবে ঐ একই গেইট দিয়ে Scanning Report সঠিক প্রাপ্তি সাপেক্ষে গেইট কাস্টম পণ্য ছাড় দিবে। যানজট নিরসনের লক্ষ্যে পুরাতন স্ক্যানার প্রতিস্থাপন করে নতুন স্ক্যানার স্থাপন করতে হবে এবং প্রত্যেক গেইটে স্ক্যানার বসানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।	শুল্ক কর্তৃপক্ষ।
১৫.১২।	জাহাজের sailing schedule ঠিক রাখতে এবং লো টাইডে জাহাজ মুভমেন্টের ঝুঁকি কমাতে বিজিএমইএ/বিকেএমইএ রপ্তানি পণ্য স্টাফিংয়ের জন্য যথাসময়ে অফডকে প্রেরণ করবে এবং অফডকসমূহ জাহাজ sailing এর ন্যূনতম ৬ ঘন্টা পূর্বে রপ্তানি পণ্যভর্তি কন্টেইনার জাহাজীকরণের জন্য বন্দরে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।	বিজিএমইএ/বিকেএমইএ, বাফা এবং বিকডা।

১৫.১৩।	বন্দরের কার্যক্রম ২৪X৭ গতিশীল রাখতে সপ্তাহের অন্যান্য কর্ম দিবসের ন্যায় শুক্র, শনি, রবিবার ও সরকারী বন্ধের দিন একই পরিমাণ ডেলিভারীর জন্য কাস্টমস্ প্রয়োজন সংখ্যক জনবল নিয়োজিত রেখে কায়িক পরীক্ষা ও শুল্কায়ন চালু রাখবে এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্ট Delivery Order (DO) প্রদানের ব্যবস্থা নিবে।	শুল্ক কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, শিপিং এজেন্ট এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম কাস্টমস্ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন ও বাফা।
১৫.১৪।	এলসি খোলার পর আমদানী কার্গোর সঠিক নাম ও বিবরণ উল্লেখ করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।	বাংলাদেশ ব্যাংক।
১৫.১৫।	প্রাইভেট আইসিডিসমূহ কর্তৃক আমদানী পণ্যবাহী কন্টেইনারের বর্ধিত চার্জ আদায় স্থগিত করণের বিষয়ে BGMEA এর আবেদন BGMEA, BICDA, Chamber, BAFFA আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করবে।	চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স বিজিএমইএ, বাফা ও বিকডা।
১৫.১৬।	ডেলিভারী অর্ডার ইস্যুর ক্ষেত্রে কতিপয় শিপিং এজেন্ট কর্তৃক বিভিন্ন নামে ফি/চার্জ আদায়ের বিষয়টি যাচাই করে একটি ইউনিফর্ম চার্জ সিডিউল প্রণয়নের লক্ষ্যে কাস্টমস্ এর প্রতিনিধিকে আহবায়ক করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম কাস্টমস্ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার এসোসিয়েশনের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।	এবিষয়ে ইতিপূর্বে অনুসৃত রীতি অনুযায়ী, অভিযোগকারী শুল্ক কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সিং শাখায় অভিযোগ করবেন। শুল্ক কর্তৃপক্ষ অভিযোগের বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হলে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষও তা অনুসরণ করবে।
১৫.১৭।	এফসিএল কন্টেইনার অন-চেসিস ডেলিভারীর পর খালি হওয়া কন্টেইনার (বিএসআরএম, কেএসআরএম, আবুল খায়ের প্রভৃতির কন্টেইনার ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট সরাসরি অফডকে প্রেরণ করবেন।	শিপিং এজেন্ট এসোসিয়েশন, সংশ্লিষ্ট MLO/NVOCC, বিকডা।
১৫.১৮।	শিপিং মার্কাবিহীন কোন এলসিএল কার্গো আমদানি করা যাবে না। মার্কাযুক্ত এবং Palletized করে এলসিএল কার্গো আমদানির চেম্বার, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এতদসংক্রান্ত একখানা বিজ্ঞপ্তি জারী করবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চেম্বার, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ।
১৫.১৯।	চট্টগ্রাম বন্দরের অপারেশনাল কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট Supply Chain প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ বন্দরে জাহাজ আনয়ন, আমদানী পণ্য খালাস, রপ্তানী পণ্য বিভিন্ন অফডকে স্টাফিং, রপ্তানী পণ্যবাহী কন্টেইনার চট্টগ্রাম বন্দরে আনয়ন ও জাহাজে বোঝাই করণসহ ইত্যাদি বিষয়ে সকল পর্যায়ে যেকোন রূপ দূর্ঘটনা, নাশকতা বা অর্ন্তঘাত মূলক কার্যকলাপ এর সন্দেহ, আশংকা পরিলক্ষিত হলে তা নিজ নিজ পর্যায় হতে প্রতিহত করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে স্ব-উদ্যোগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও চেয়ারম্যান, চবক মহোদয়সহ বন্দরের সংশ্লিষ্ট সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণকে অবহিত করতে হবে।	সকল বন্দর ব্যবহারকারী, বন্দর সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, চবক, শুল্ক বিভাগ, বন্দরে নিয়োজিত সকল বার্থ, টার্মিনাল, শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর।
১৫.২০।	বন্দরের স্টেকহোল্ডারদের জনবলসহ বন্দরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অগ্নি-নির্বাপণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখবেন।	পরিচালক(নিরাপত্তা),চবক ম্যানেজার (ট্রেনিং), চবক।
১৫.২১।	চট্টগ্রাম বন্দরে অগ্নিকান্ড, নাশকতা, বিস্ফোরণ ও অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকান্ড প্রতিহত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সার্বিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।	পরিচালক (নিরাপত্তা), চবক।

১৫.২২।	সকল বন্দর ব্যবহারকারী ও স্টেকহোল্ডারগণ উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বাস্তবায়নে বন্দর কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।	সকল বন্দর ব্যবহারকারী, বন্দর সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, চবক, শুল্ক বিভাগ, বন্দরে নিয়োজিত সকল বার্থ, টার্মিনাল, শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর।

অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে চেয়ারম্যান, চবক মহোদয় বন্দরের ২৪X৭ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে সকলের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করে এবং বন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিদ্র করতে অগ্নিকান্ড, বিস্ফোরণ নাশকতা, ও অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকান্ড প্রতিহত করার লক্ষ্যে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

চেয়ারম্যান
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নথি নং-ডিটি/শিপ/মিটিং/বিবিধ/২০২১/২২৯০ তারিখ- ২২/০৯/২০২২ইং।

অনুলিপি- জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) -

১। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সকল সদস্য, চবক।
৩। পরিচালক-১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
৪। কমিশনার অব কাস্টমস্, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
৫। পরিচালক (প্রশাসন), চবক।
৬। পরিচালক (নিরাপত্তা), চবক।
৭। ডেপুটি কনজারভেটর, চবক।
৮। প্রধান অর্থ ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, চবক।
৯। প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), চবক।
১০। প্রধান প্রকৌশলী, চবক।
১১। চীফ হাইড্রোগ্রাফার, চবক।
১২। পরিচালক (বিদ্যুৎ), চবক।
১৩। প্রধান নিরীক্ষা কর্মকর্তা, চবক।
১৪। ডেপুটি ম্যানেজার (এস্টেট), চবক।
১৫। সচিব, চবক।
১৬। চীফ প্ল্যানিং, চবক।
১৭। উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিণ), চবক।
১৮। ডেপুটি ট্রাফিক ম্যানেজার (প্রশাসন), চবক।
১৯। টার্মিনাল ম্যানেজার, চবক।
২০। ডেপুটি ট্রাফিক ম্যানেজার (অপাঃ), চবক।
২১। পি এ টু চেয়ারম্যান, চবক - চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য দেয়া গেল।
২২। কমান্ডার বি. এইচ সিরাজী, ডেঞ্জারার্স গুডস্ কন্ট্রোল সেন্টার, বিএন, চট্টগ্রাম।
২৩। প্রেসিডেন্ট, চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।
২৪। প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিজিএমইএ, বিজিএমইএ ভবন (লেভেল-৪ ও ৫), ৬৬৯/ই, ঝাউতলা রোড, দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম।
২৫। সহ-সভাপতি, বিকেএমইএ, চেম্বার ভবন (৫ম তলা), ৩৮, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।
২৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন, মক্কা মদিনা ট্রেড সেন্টার (এমএমটিসি), ৩য় তলা, ৩৮, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।

২৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কন্টেইনার শিপিং এসোসিয়েশন, এসএইচআর টাওয়ার, বাদামতলীর মোড়, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

২৮। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন (বাফা), আনোয়ার ট্রেড সেন্টার (লেভেল-১০) (যমুনা ভবনের পার্শ্বে), ১৭২৮, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।

২৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম কাস্টমস্ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন, সিএন্ডএফ টাওয়ার, ১২ তলা, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।

৩০। চেয়ারম্যান, বার্থ অপারেটরস্, শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরস এন্ড টার্মিনাল অপারেটরস্ ওনার্স এসোসিয়েশন, ছাবের প্লাজা (২য় তলা), স্ট্র্যান্ড রোড, চট্টগ্রাম।

৩১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিপ হ্যান্ডলিং এন্ড বার্থ অপারেটরস্ এসোসিয়েশন, ১০৫, হোসেন চেম্বার, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

৩২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাইফ পাওয়ারটেক লিঃ, মক্কা মদিনা টাওয়ার (১৮ তলা), ৭২ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।

৩৩। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এসোসিয়েশন (বিকডা), আকতারুজ্জামান সেন্টার (৭ম তলা), আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।

৩৪। সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, আন্তঃজিলা মালামাল পরিবহন সংস্থা ট্রাক ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি, হাজী সৈয়দুর রহমান ম্যানশন, ৩৭৬, ডিটি রোড, কদমতলী, চট্টগ্রাম।

৩৫। সভাপতি/সাধারন সম্পাদক, চট্টগ্রাম প্রাইম মুভার ও ফ্লাটবেড ওনার্স এসোসিয়েশন, মাদ্রাসা বিল্ডিং (৪র্থ তলা), সিসিটি ১নং গেইট, নিউমুরিং, বন্দর, চট্টগ্রাম।

৩৬। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারী পরিষদ, চট্টগ্রাম।

২২/৯

পরিচালক (ট্রাফিক)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ